Avwg i“j Bmjvg

Ges kb¨Mf

আমার আসল নাম মনে নেই। আপনারা ভাববেন, এ আবার কেমন কথা! নিজের নাম কেউ ভুলে যায়, এমন কথা কোথাও শুনিনি। সত্যি বলছি, আমার প্রকৃত নাম আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা আমারই স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। বর্তমানে আমার নাম কলি। আমার মোবাইল ফোন নম্বর ০১৭১৫৩...। আমার ব্যাংক একাউন্ট ক গ ২৬২৬...। আমার নিজস্ব কোন ঠিকানা নেই। আমি ভাড়া বাড়িতে থাকি ফ্ল্যাট নং ৭৩৭, রুম নং... রোড নং ২৭ ইত্যাদি কয়েকটি নম্বরের সমষ্টির মধ্যে আমি গৃঙ্খলিত এবং আমার একটি অকিঞ্চিৎকর পাসপোর্টও আছে। কারণ মাঝেমধ্যে আমাকে বিদেশে যেতে হয় নিতান্ত সামান্য কারণে নয়, আমাকে সফরসঙ্গী হতে হয় এবং আমার ক্যারিয়ার সংক্রান্ত কিছু কাজকর্মও থাকে এবং যেহেতু আমি উঠতি অভিনেত্রী এবং র‍্যাম্প এবং মডেল এবং আরও কিছু কিছু পেশা যা আমাকে ব্যস্ত রেখেছে এবং অদ্ভুত এক জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমার দিনরাত্রি এবং রাত্রিদিন কেটে যাচ্ছে এবং আমি নিজের ওপর মোটেই বিরক্ত নই এবং কেন যে আমি নিজের নাম ভুলে গেছি তা আদৌ জানি না।

কলি নামটা খুব সাধারণ। জাকির ভাই একদিন আমাকে বললেন, কলি নামে সাফল্য আসবে না। ইমিডিয়েট নাম বদল করো।

আমি নত মুখে বসে ছিলাম জাকির ভাইয়ের সামনে। রুমে অসম্ভব কুলিং- ১৭ সেলসিয়াস। যেন বরফের ছোঁয়া পাচ্ছি শরীরে। নখ খুঁটতে খুঁটতে আমি বললাম,

কি নাম হতে পারে আমার? ব্ল্যাক পার্ল, ব্ল্যাক বিউটি- তোমার চেহারা অসম্ভব ফর্সা। আর অসাধারণ ফিগার। বিশেষ করে তোমার বুকের দিকটা অকল্পনীয়। কি নাম হতে পারে তোমার?

বলে জাকির ভাই আঙুল নাচাতে থাকেন। আর আমি ওড়নার একটা দিক উন্মুক্ত করি। আমার বুকের প্রশংসা করেছে জাকির ভাই। কোন পুরুষ আমাকে পছন্দ করলে কিংবা কোনো ভালো মন্তব্য করলে কিংবা আমার প্রতি লোভ প্রদর্শন করলে খুব আনন্দিত হই। গর্ব হয় আমার। আমি হিপোক্রেসি করতে পারি না। তখন আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছিলো, এই ঠান্ডা ঘরে জাকির ভাই যদি আমাকে ছুঁয়ে দিতেন তবে হয়তো আরও অনেক ভালো লাগত আমার।

জাকির ভাই সিগারেট টানতে টানতে বললেন,

একটু কাব্যিক নাম হয়ে যাবে। তবু তোমাকে কৃষ্ণকলি নাম দেয়া যেতে পারে।

প্যাকেজ নাটক এবং ফিল্মের ছোট ছোট রোলে এবং র‍্যাম্প মডেলের জগতে তখন থেকে কৃষ্ণকলি বলে পরিচিতি পেয়েছি। কোন এক গান আছে কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক/ দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার হাটে কালো তো সে যতোই কালো হোক।

এই মহূর্তে ঘুম ভেঙেছে আমার। হাই তুলে বিছানায় উঠে বসলাম। গভীর রাতে উত্তরা থেকে ফিরেছি আমি। 'নাইটিঙ্গেল পাখির গল্প' নামের অদ্ভুত একটা নাটকে অভিনয় করেছি। খুব ভুগিয়েছে শায়লা আপু। সন্ধ্যায় আসার কথা ছিল। শায়লা আপু এলেন রাত বারোটায়। আমার সিকোয়েন্সটা ছিল শায়লা আপুর সঙ্গে। শায়লা আপু আমাকে নিয়ে একটা এ্যাডফার্মে যাবেন। সেখানে আমার স্টিল তোলা হবে এবং শায়লা আপু ভাবগম্ভীর্য বজায় রেখে কাজ করছেন কিন্তু ইতিমধ্যে চার ঘন্টা নষ্ট। বড় আর্টিস্টদের সঙ্গে কোনো কাজ করতে গেলে অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়।

এই সব পেইন, এবং যন্ত্রণা নিয়েই মিডিয়া লাইনে বন বন করে নাগরদোলা ঘুরছে। অবশ্য এতো সব জটিলতা আমার মধ্যে কাজ করে না। রাতে ক্লান্ত ছিলাম। এখন ঘড়িতে কতটা বাজে, নাহ্ বাজাবাজি দিয়ে কোন কাজ নেই। বরং আরেকটু ঘুমানো যাক-

এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল।

হ্যালো!

- ও প্রান্তে মিষ্টি হাসির ব্যক্তিত্বময় উদ্ভাস।

হ্যাঁ- হ্যালো!

বলেই খিলখিল হাসি। আমি হাসতে থাকি।

তা কি মনে করে এতো সকালে? সকাল নয়, এখন প্রায় দুপুর হতে চলেছে।

সরি। কি চাই আপনার?

জানতে চাই আমি।

কিছু চাই না।

তাহলে ফোন করেছেন কেন?

এমনিতে। মনে পড়ল আপনাকে। আপনার চরিত্রে অদ্ভুত আকর্ষণীয় কিছু ব্যাপার আছে।

আবার হাসি।

আজ সারা দিন কি করছেন?

জানি না।

জানি না কেন?

আমি আসলে আমার নিজের সম্পর্কে কিছুই জানি না। কি করব, কোথায় যাব, জানি না।

চলো দূরে কোথাও ঘুরতে যাই আজ।

কেন? কাজকর্ম নেই?

নাহ্, কাজ করতে করতে আর ভালো লাগে না। শুটিং প্যাকআপ করেছি।

কোন নাটকের শুটিং ছিল আজ?

খিল খিল হাসির শব্দ ঝরে পড়ে আমার মোবাইলের প্রান্তে।

গাংচিল।

কোন চ্যানেলে যাবে?

এখনও ঠিক করিনি। তবে চ্যানেল আইতেই প্রচারের সম্ভাবনা আছে।

আমাকে কোনো পার্ট কিন্তু দিলেন না হাসান ভাই।

হা হা করে হেসে উঠল হাসান ভাই।

তোমাকে পাট দেব, নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তুমি যে দারুণ ব্যস্ত আর্টিস্ট!

একেবারেই ব্যস্ত নই।

শিওর?

শিওর।

তাহলে চলো আজই বেরিয়ে পড়ি ।

কোথায় যাব ভাইয়া?

সে তো আমি জানি না।

তাহলে আমি একটু পরে জানাই হাসান ভাই?

নিশ্চয়ই। তাহলে আমি কিন্তু তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকলাম।

ফোনটা রেখে আমি একটু ভাবতে থাকি- কি করব আজ সারা দিন। যতো প্রোগ্রাম, যতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কোথায় কতো লাভ, কোথায় গেলে উপরে ওঠার সিঁড়িটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে- ভাবতে নাকি আর আমার ছোট্ট রুমের পর্দাটা সরিয়ে দেই এবং বাইরের প্রশান্ত বাতাস এসে আমাকে সিক্ত করে এবং আমি রুমমেটদের কথা ভাবতে থাকি এবং উর্মির কথা আমার মনে পড়ে যায় এবং উর্মি ইদানীং অসম্ভব বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে এবং যথেচ্ছ স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং বন্ধু বদল করছে এবং উর্মি আরও স্ফীত হচ্ছে।

এবং আয়নার সামনে আমি দাঁড়ালাম এবং রাতের টি-শার্ট ছুঁড়ে দিলাম বিছানায়। রাতে আমি একেবারেই ব্রা পারতে পারি না । শ্যামলা স্তনে হাত রেখে নিচ থেকে উপরে তুলে ধরলাম এবং অসম্ভব আঁটোসাঁটো সুদৃঢ় স্তন। বামে স্তনে কামড়ের দাগটা এখনও বিলীন হয়নি। আমার একটা হাসি পেল। লোকটা বয়স্ক ছিল কিন্তু কী রকম ছেলে মানুষ! অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করছিল এবং আর বলছিল, আমার ওখানটায় চুমু খাও এবং পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার....

ঘটনাটা মনে পড়তেই খুব হাসি পেল আমার। লোকটি প্রবেশ করেনি। স্খলনের পরেই পুরো শরীরটা দিয়ে ঠেসে ধরে আমাকে। আমি ঘামতে থাকি। আমি ঘামতে থাকি। লোকটা অজস্র চুমু খেতে থাকে আমার ঘাড়ে, কানে, মাথায়... চুলের ভেতর এবং চোখের পাঁপড়িতে।

তারপর স্তনে একটা বীভৎস কামড় দেয় এবং এখনও সেই কামড়ের দাগ আমি বহন করছি। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল এবং একটি চুম্বনের মূল্য ছিল আরও তিন হাজার... খুব মজার লোকটা।

আমরা ছয়জন মিলে এই ফ্ল্যাটে থাকি। ছয়জনই ছাত্রী আমরা। বিভিন্ন প্রাইভট কলেজে পড়ি আমরা। আমি নামকাওয়াস্তে পড়াশোনা করি বিচিত্র। প্রাইভেট কলেজে ঘোড়ার ডিম পড়ানো হয়। টিচারগুলো হ্যাংলা এবং যেগুলো, অল্প বয়স ওদের প্রতি একটু হ্যাংলামি প্রকাশ করলে পাস নম্বর পাওয়া যায় এবং গ্রামের বাড়িতে মার্কসিট পাঠিয়ে দিলে অভিভাবকেরা ভাবেন মেয়ে পড়াশোনায় ভীষণ মনোযোগী।

প্রতিদিনই মিতালী আপা বলেন, ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করবি। ফিগার খারাপ হয়ে গেলে এই লাইনে কোনো ভবিষ্যৎ নাইরে!

মিতালী আপা অসম্ভব আমুদে এবং অনর্গল অশ্লীল কথা বলতে পারে এবং অসম্ভব ভালো মনের অভিনেত্রী। মিতালী আপা নতুন মুখদের প্রতি খুব যত্নশীল এবং উনি প্রত্যাশা করেন, গায়ে-গতরে খেটে মেয়েগুলো পয়সা উপার্জন করুক এবং এর মধ্যে নৈতিকতা বলে কিছু নেই এবং তথাকথিত সামাজিক বিশ্বাসের ভিত্তিও নেই। নষ্ট মেয়ে খারাপ মেয়ে, দুনম্বর মেয়ে-